দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 8 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

/মনোহরী/২০০৯-১০/৭২৭৯

"পুনঃ দরপ

জগাঁও, ঢাকার ২০০৯-২০১০
বুল, গ্রুপ গ- কম্পিউটার এক্সে
হকারীদের নিকট হইতে সীল
ও দরপত্র জামানত বাবদ (আনি

পের নাম	সি
ও ষ্টেশনারী	
নজুমেবুল	
াক্সেসরিস	
ডস	

রবরাহ কেন্দ্রীয় ঔসধাগার, যে
কে ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা
দন করিতে হইবে। অত্র কেন্দ্রী
ী ১৭/০৮/২০০৯ইং তারিখ

ইং তারিখ বেলা ১২:০০ ঘটিক
পত্র দাখিল করিতে হইবে এব
রপত্র দাতা অথবা তাহাদের প্র
পত্রের সাথে পরিচালক ভান্ডার
মাধ্যমে ফেরৎ যোগ্য উক্ত দ

কোন দরপত্র তফসিল বিক্রয়

ইনকিলাব : বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে পবিত্র শব-ই-বরাতের রাতে রাতভর এবাদত-বন্দেগী শেষে বিপুল সংখ্যক মুসল্লীর উপস্থিতিতে আখেরী মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাতে ইসলাম, দেশ ও জাতির হেফাজত কামনা এবং সকলের কল্যাণ কামনা করা হয়

পবিত্র শবেবরাত পালিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশ,ঘরে মসজিদ, মাজার, দরগাহ, খানকা ও দর্গায়ে এসে এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকেন। সময় করে নিয়ে মুসল্লীরা বিভিন্ন কবরস্থান এবং মাজার জিয়ারত করেন। এতদবস্থায় এ মর্যাদার রাতে শহর-বন্দর এবং গ্রামের রাতের চিত্র ছিল ভিন্ন। রাজধানীসহ শহরের সড়ক এবং অলিগলিতে বিপুল মুসল্লীর যাতায়াতের কারণে যানবাহন চলাচল অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছিল। রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, মহাখালীর মসজিদে গাউছুল আজমসহ প্রায় সকল মসজিদ, মাজার, দরগাহ, খানকায় ছিল উপচেপড়া ভিড়। আজিমপুর কবরস্থান, আজিমপুর দায়রা শরীফ, মিরপুর শাহ আলী বোগদাদী (রহ.)-এর মাজার ও হাইকোর্ট মাজারে মুসল্লীদের যেন ঠাঁই হচ্ছিল না। আর এ চিত্র ছিল এশার নামাজের পর থেকে ফজর নামাজ পর্যন্ত। পবিত্র শবেবরাতের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ঘরে ঘরে মিষ্টান্ন, রুটি, হালুয়াসহ উন্নতমানের খাদ্য তৈরী এবং গরীব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ।

পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষে সকল অফিস-আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল সরকারী ছুটি। প্রিন্ট মিডিয়ায় বৃহস্পতিবার দিন ছুটি ছিল। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হয় এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মহাখালীর মসজিদে গাউসুল আজম

পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষে মহাখালীর মসজিদে গাউসুল আজমে রাতব্যাপী এবাদত-বন্দেগীর অন্তর্ভুক্ত ছিল খতমে কোরআন, খতমে ইউনুস, খতমে সাফা, জিকির-আজকার, নফল এবাদত, ওয়াজ মাহফিল, মিলাদুন্নবী (সাঃ) এবং দোয়া-মোনাজাত।

গাউসুল আজম মসজিদে পবিত্র এ রজনীতে এবাদত-বন্দেগীর জন্য জড়ো হয়েছিল ঢাকা শহরের এবং আশপাশ এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা মুসল্লী। মহিলা মুসল্লীরা পৃথক মূল মসজিদ সংলগ্ন মহিলাদের জন্য পৃথক ঘরে এবং চত্বরে অবস্থান নিয়ে রাতভর এবাদত-বন্দেগী শেষে আখেরী মোনাজাতে অংশ নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেন। রাতভর বৃষ্টির মধ্যেও মুসল্লীরা বাইরে অবস্থান না ছেড়ে এবাদত-বন্দেগী করেন।

এশার নামাজ শেষে বিশেষ বয়ানে অংশ নেন আন্তর্জাতিক মোফাচ্ছেরে কোরআন আলহাজ্ব মাওলানা হাবিবুল্লাহ বেলালী, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রিন্সিপাল মাওলানা কফিল উদ্দিন সরকার, জলসা মাহফিল পরিচালনা করেন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী। বাদ এশা বিশেষ মোনাজাতসহ বয়ান করেন [illegible] মাওলানা [illegible] আমীন

সর্বস্তরের জনগণের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্ব শাহ সুফী সুলতান আহমেদ।

জাতীয় পার্টি

গত পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষে জাতীয় পার্টির ২৭/৮-এ, তোপখানা রোডস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিকেল ৪টায় মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এমপি, সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ্ব সাইদুর রহমান, আনোয়ারা বেগম, মীর আব্দুস সবুর আসুদ, এ টি এম গোলাম মাওলা, অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজু, খন্দকার আবু মোতাহের মুকু, জহিরুল ইসলাম জহির, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, আতিক খান, আলমগীর সিকদার লোটন, গোলাম মোহাম্মদ রাজু, শেখ আলমগীর মিয়া, এমরান হোসেন মিয়া, জাতীয় শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, শাহ আলম তালুকদার, জাতীয় যুব সংহতির বেলাল হোসেন, মিয়া আলমগীর, জেড এ আলামীন, জাতীয় ছাত্রসমাজ, আব্দুল হামিদ ভাসানী, সৈয়দ মিজানুর রহমান মিন্টু, আবুল হাসান আহমেদ হেলেন, জাতীয় কৃষক পার্টির আবুল কাশেম, গোলাম মোস্তফা। মিলাদ মাহফিল শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

খানকায়ে হামিদিয়া দরবার

গত ৬ আগস্ট দিবাগত রাতে বড় মগবাজারস্থ পেয়ারাবাগ খানকায়ে কাদেরিয়া হামিদিয়া দরবার শরীফে পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিল, হালকায়ে জিকির এবং তরিকতের তালিমসহ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মোঃ আবদুল হামিদ আল-কাদরী (পীর সাহেব কেবলা, বড় মগবাজার)।

উক্ত মাহফিলে আলেম-ওলামাগণের মধ্যে উপস্থিত হয়ে এ মহতী রজনীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ হাবিব উল্লাহ আল-কাদরী, আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ মাহবুব উল্লাহ আল-কাদরী, আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ আব্দুর রহমান আল-কাদরী (খতীব, তাপকোনা বড় জামে মসজিদ), আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ ওয়ালী উল্লাহ আল-কাদরী (খতিব, চাঁদবাগ জামে মসজিদ), মাওলানা মোঃ মজেবুর রহমান ও মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দীন। মাহফিলে বাংলাদেশ আহলুস সুন্নাত ওয়াল [illegible]

আয়োজিত আলোচনায় পেশ ইমাম আলহাজ্ব আহসানুল করীম আল আযহারী বয়ান করেন।

পাবনা জেলা সংবাদদাতা জানান, জেলার জামে মসজিদে এই রজনী উপলক্ষে নফল নামাজ, দোয়া, জিকির ও মিলাদ মাহফিল এবং এই রজনীর তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের কাচারী জামে মসজিদ, মন্টুন বাঁশবাজার জামে মসজিদ, আল-হেলাল জামে মসজিদ, হযরত ওমর (রাঃ) জামে মসজিদ, শালগাড়িয়া জামে মসজিদসহ জেলার সকল মসজিদে ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা ইবাদত-বন্দেগী করেন। কেন্দ্রীয় আরিফপুর সদর গোরস্থানে রাতভর ছিল মানুষের ঢল।